"শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ"

গণপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
এফ-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং-৫৭.০৩.০০০০.০১৯.২৩.০১৩.১৮- ২৪৭ তারিখঃ ১০ অক্টোবর, ২০১৯খ্রিঃ।

বিষয়: মহান বিজয় দিবস, ২০১৯ জাতীয় কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৩০.০৭.২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্তমন্ত্রণালয়ের কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।

সূত্র : কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের স্মারক নং- ৫৭.০০.০০০০.০৪৩.২৩.০০৩.১৭(অংশ)-৫৩৯ তারিখঃ ০৭ অক্টোবর, ২০১৯খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ হতে প্রাপ্ত পত্রের ছায়ালিপি এতদসংগে প্রেরণ করা হলো। প্রেরিত পত্রের মর্মানুযায়ী মহান বিজয় দিবস, ২০১৯ উদযাপন উপলক্ষ্যে অধিদপ্তরাধীন সকল সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো

সংযুক্তিঃ বর্ণনা মোতাবেক (৯ পাতা)

১০/১০/১৯
(প্রকৌ. মোঃ খুরশিদ আলম)
সহকারী পরিচালক (পিআইডব্লিউ)

সদয় কার্যার্থে বিতরণ(জেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে):

১। অধ্যক্ষ, টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা/ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ(সকল)/আঞ্চলিক পরিচালক, আঞ্চলিক কার্যালয়(সকল বিভাগ)।

২। অধ্যক্ষ, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট(সকল)/ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, বগুড়া।

৩। অধ্যক্ষ, ফেনি কম্পিউটার ইনস্টিটিউট/ গ্রাফিক আর্টস ইনস্টিটিউট/গ্লাস এন্ড সিরামিক ইনস্টিটিউট/সার্ভে ইনস্টিটিউট, কুমিল্লা /টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ(সকল)।

৪। ইকুইপমেন্ট অফিসার, সেন্ট্রালস্টোর-কাম-সার্ভিস ওয়ার্কশপ, নারায়নগঞ্জ।

৫। প্রতিষ্ঠান প্রধান, বেসরকারী কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান(সকল)।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

১। পরিচালক(প্রশাসন/পিআইডব্লিউ/ভেকেশনাল/পরি: ও উন্নয়ন/পিআইইউ), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। সহকারী পরিচালক(শাখা-১/২/৩/৪/৫/৬/৭/৮/৯/১০/পিআইডব্লিউ), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর(পত্রটি ওয়েভ সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৪। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৫। সংরক্ষন নথি।

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
মহাপরিচালকের দপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
সমন্বয় শাখা।
www.tmed.gov.bd

স্মারক নং-৫৭.০০.০০০০.০৪৩.২৩.০০৩.১৭(অংশ)- ৫৬৯

তারিখ: ২২ আশ্বিন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
০৭ অক্টোবর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বিষয় ঃ মহান বিজয় দিবস, ২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষে জাতীয় কার্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৩০.০৭.২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।

সূত্র: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৪৮.০০.০০০০.০০১.৪২.০০১.২০১৯.৪৭৩, তারিখ: ১৭.০৯.২০১৯ খ্রি:।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ স্মারকে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত কার্যবিবরণী এতদ্‌সঙ্গে প্রেরণ করা হলো। প্রেরিত কার্যবিবরণীতে বিবৃত এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত-কর্মসূচির আলোকে নির্ধারিত তারিখে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে কারিগরি ও মাদ্রাসা স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হলো:

সিদ্ধান্তসমূহ:

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত
৫.০২	মহান বিজয় দিবসে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (সরকারি/বেসরকারি) মহান বিজয় দিবসের তৎপর্য তুলে ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। সকল সরকারি কর্মচারিকে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে;
৫.১৩	সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজনসহ জাতীয় পর্যায়ে/সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক আবৃত্তি এবং রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মসূচিটি উদ্‌যাপনের ক্ষেত্রে বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের উপস্থিতিতে তাঁদের কন্ঠে মুক্তিযুদ্ধের উল্লেখযোগ্য স্মৃতি শিক্ষার্থীদের সম্মুখে উপস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

কর্মসূচি:

ক্রমিক	তারিখ/সময়	কর্মসূচি
১	১৬.১২.২০১৯ (সূর্যোদয়ের সাথে সাথে)	সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত এবং বেসরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন।
২	১৬.১২.২০১৯	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম ভিত্তিক যান্ত্রিক বহর প্রদর্শনী।
৩	১৬.১২.২০১৯	জেলা ও উপজেলা সদরে স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সমাবেশ ক্রীড়া অনুষ্ঠান, T-20 ক্রিকেট টুর্ণামেন্ট, নৌকা বাইচ (যেখানে সম্ভব) ফুটবল, কাবাটি ও হাডুডু খেলার আয়োজন।
৪	১৬.১২.২০১৯ থেকে ৩১.১২.২০১৯	জাতীয় পর্যায়ে রচনা, বিতর্ক ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজনসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

(এস. এম.হুমায়ুন কবীর)
সহকারী সচিব

বিতরণ (সদয় কার্যার্থে):

১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উন্নয়ন/মাদ্রাসা/কারিগরি), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার, ৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।
৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, আগারগাঁও, ঢাকা।
৫। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ২নং অরফানেজ রোড, ববশীবাজার, ঢাকা
৬। পরিচালক, জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি (নেকটার), বগুড়া।
৭। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট(বিএমটিটিআই), বোর্ড বাজার, গাজীপুর।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি:

১) যুগ্মসচিব (প্রশাসন), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিবহনপুল ভবন, ঢাকা।
২) সচিবের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩) যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও অর্থ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

E:\All Letters-3.docx

(একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

পরিবহন পুলভবন , সচিবালয় সংযোগ সড়ক,

ঢাকা-১০০০।

প্রশাসন-১ শাখা

www.molwa.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৪৮.০০.০০০০.০০১.৪২.০০১.২০১৯.৪৭৩ তারিখ: ২ আশ্বিন ১৪২৬

১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯

বিষয়: মহান বিজয় দিবস ২০১৯ উদযাপন উপলক্ষ্যে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরনী প্রেরণ।

সূত্র: ৪৮.০০.০০০০.০০১.৪২.০০১.১৯.৪৭৩ ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মহান বিজয় দিবস ২০১৯ উদযাপন উপলক্ষ্যে গত ৩০-০৭-২০১৯ তারিখে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে (কপি সংযুক্ত)।

০২। উক্ত সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এসাথে প্রেরণ করা হলো।

১৭-৯-২০১৯

নূর-ই-খাজা আলামীন

উপসচিব

সিনিয়র সচিব/সচিব (সকল)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সরকারি পরিবহন পুল ভবন
সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা।
www.molwa.gov.bd

বিষয়ঃ মহান বিজয় দিবস-২০১৯ উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৩০-০৭-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	আ. ক. ম মোজাম্মেল হক, এমপি মাননীয় মন্ত্রী মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
তারিখ ও সময়	:	৩০-০৭-২০১৯, বিকাল ৩-০০ টা
সভার স্থান	:	মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ	:	পরিশিষ্ট 'ক' তে দেখানো হলো।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। বক্তব্যের শুরুতেই তিনি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যার জন্ম না হলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না। ১৯৭১-এ তারই আহবানে সাড়া দিয়ে সমগ্র বাঙালি জাতি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র যুদ্ধে সীমাহীন ত্যাগ এবং অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করে মহান বিজয় অর্জন করে। তিনিই একমাত্র নেতা যিনি স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছেন দেশের জনগনকেও স্বপ্ন দেখিয়েছেন এবং স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেছেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, সরকারি চাকরি, সামরিক-বেসামরিক আমলা সর্বক্ষেত্রে পাকিস্তানী শাসকচক্র আমাদের বঞ্চিত করেছিল। আজকের যে পাকিস্তান, দেশ বিভাগের সময় সেই পাকিস্তানেরই অধিকাংশ মানুষ পাকিস্তানের পক্ষে ছিল না। সর্বক্ষেত্রে বাংলা এবং বাঙ্গালী ছিল উপেক্ষিত। সাইনবোর্ড, গাড়ীর নেমপ্লেট প্রভৃতি উর্দুতে লেখা হতো। বাঙ্গালীদের বিদেশ যাওয়ার সুযোগ ছিল খুবই সীমিত। সর্বক্ষেত্রে এ ধরনের জুলুম নিপীড়ন, নির্যাতন, শোষণ, বঞ্চনার বিরুদ্ধে ছিল আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম। আমাদের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন হলো দীর্ঘ নয় মাসের সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে আমাদের এই স্বাধীনতা। বাংলাদেশ আজ বিশ্ব মানচিত্রে উন্নয়নশীল দেশ। উন্নত দেশ গড়ার ব্রত নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। সভাপতি পূর্ব পাকিস্তানের দায়ের করা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কথা উল্লেখ করে বলেন তৎকালীন পাকিস্তান সরকার আওয়ামী লীগ নেতা ও পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানসহ ৩৫ জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই মামলা দায়ের করেছিল। পাকিস্তানীদের এই বর্বরতার কথা মানুষ প্রায় ভুলেই গেছে বলে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি জানান আমাদের অর্জিত স্বাধীনতা যেন আরো অর্থবহ হয়, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে সক্রিয় হয়ে সকলে মিলে ১৬ই ডিসেম্বরের কর্মসূচি কিভাবে আরো সুন্দর করা যায়, আরো অর্থবহ করা যায় সেই লক্ষ্যে আমাদের আজকের এই আয়োজন। মহান বিজয় দিবস, ২০১৯ যথাযোগ্য মর্যাদায় আরো সুন্দর, সুষ্ঠু, জাঁকজমকপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে উদযাপনের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মসূচি প্রণয়ন এবং তা যথাযথ ভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্তে এ আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় আমরা একত্রিত হয়েছি।

২.০ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপনসহ ১৫ই আগস্ট, ১৯৭৫ এ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। তিনি মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে আত্মত্যাগকারী সকলকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন এবং সকল শহিদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। তিনি আরো জানান যে প্রতি বছর মহান বিজয় দিবস সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উদযাপন করা হয়ে থাকে। বিগত বছরসমূহের অভিজ্ঞতার আলোকে দিবসটি আরও আকর্ষণীয় ও সাড়ম্বরে উদযাপনের জন্য এ সভায় আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ এবং তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদনের পর বাস্তবায়ন করা হবে। দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের নিমিত্ত কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে তিনি সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করেন।

৩.০ অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ২০১৯ সালের জন্য মহান বিজয় দিবসের খসড়া জাতীয় কর্মসূচি সভায় উপস্থাপন করেন। খসড়া কর্মসূচির বিষয়ে সভায় উপস্থিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার প্রতিনিধিগণ আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেন। বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়ঃ

৪.০ <u>আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ</u>

৪.০১ খসড়া জাতীয় কর্মসূচির ০১ ক্রমিকে বর্ণিত মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী প্রদান এর বিষয়ে বঙ্গভবনের প্রতিনিধি জানান, যথাসময়ে বাণী বাংলা ও ইংরেজীতে প্রদান ও প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বকণ্ঠে উচ্চারিত বাণী ভিডিওতে ধারণ করে বাংলাদেশের সকল মিশনসমূহে প্রেরণের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। সভাপতি এ বিষয়ে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান।

অপর পৃষ্ঠা-০২ দ্রষ্টব্য

৪.২৪ জাতীয় কর্মসূচির ২২(খ) ক্রমিকে বর্ণিত বিদেশের বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় মহান বিজয় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে ক্রোড়পত্র প্রকাশ এর বিষয়েও সভায় আলোচনা হয়। সভাপতি অন্যান্য বছরের ন্যায় এবছরও বিদেশী দৈনিক পত্রিকায় মহান বিজয় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে ক্রোড়পত্র প্রকাশ করার নির্দেশনা প্রদান করেন। বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস ও মিশনে সরবরাহের নিমিত্ত তিনি মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী ভিডিওতে ধারণের আহবান জানান;

৪.২৫ জাতীয় কর্মসূচির ২৩ ক্রমিকে বর্ণিত ঢাকা এবং দেশের বিভিন্ন শহরের প্রধান প্রধান সড়ক, সড়কদ্বীপসমূহ এবং বিভিন্ন স্থাপনাসমূহে জাতীয় পতাকাসহ বিভিন্ন পতাকা দ্বারা সজ্জিতকরণের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে সভায় আলোচনা হয়। এছাড়া বাস, রেল, স্টিমার, লঞ্চ, জাহাজ পতাকা দ্বারা সজ্জিত না করণের বিষয়ে সভায় একমত প্রকাশ করা হয়। তবে বাস স্টেশন, লঞ্চ ঘাট, ফেরীঘাট পতাকার রং এ রাঙানো যেতে পারে। সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে ভিভিআইপিগণের পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠানে ঢাকা-সাভার যাতায়াত পথের সড়ক সংস্কার, মেরামত এবং সড়ক দ্বীপ/ডিভাইডার রং করার বিষয়ে পূর্ব হতেই যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এছাড়া রাস্তার উভয় পাশের ঝোপ-জঙ্গল, আবর্জনা, পরিস্কার করার জন্য সাভার পৌরসভা মেয়রের সহযোগিতা কামনা করা হয়। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনকে প্রয়োজনীয় যান ও যন্ত্রপাতি দিয়ে পরিচ্ছন্নতা কাজে সহায়তা প্রদানের জন্য সভাপতি অনুরোধ জানান। সভাপতি, সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত সড়কে কোন প্রকার ফেস্টুন, পোস্টার, ব্যানার ওভারহেড তোরণ নির্মাণ না করার অনুরোধ জনান;

৪.২৬ জাতীয় কর্মসূচির ২৪ ক্রমিকে বর্ণিত দেশের সকল শিশু পার্ক শিশুদের জন্য সকাল-সন্ধ্যা উন্মুক্ত রাখা এবং বিনা টিকিটে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা প্রসংগে সভায় আলোচনা হয়। স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রতিনিধি জানান, অন্যান্যবারের ন্যায় এবারও দেশের সকল শিশু পার্ক শিশুদের জন্য সকাল-সন্ধ্যা উন্মুক্ত রাখার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে;

৪.২৭ জাতীয় কর্মসূচির ২৫ ক্রমিকে বর্ণিত জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে মহিলাদের অংশগ্রহণে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক আলোচনা সভা, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিগণ সভাকে অবহিত করেন যে, কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

৪.২৮ জাতীয় কর্মসূচির ২৬ ক্রমিকে বর্ণিত বিনা টিকিটে সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার জাদুঘরসমূহ সকাল-সন্ধ্যা উন্মুক্ত রাখার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। সভাপতি জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবং বাংলাদেশ পুলিশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর উন্মুক্ত রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন;

৪.২৯ জাতীয় কর্মসূচির ২৭ ক্রমিকে বর্ণিত সোহরাওয়ার্দী উদ্যানস্থ ভূ-গর্ভস্থ জাদুঘর ও উন্মুক্ত মঞ্চে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও ঐতিহ্য ভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র/পোস্টার প্রদর্শনীসহ মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়;

৪.৩০ জাতীয় কর্মসূচির ২৮ ক্রমিকে বর্ণিত স্মারক ডাক টিকিট অবমুক্তির বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের প্রতিনিধি জানান যে, এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে যথাসময়ে স্মারক ডাক টিকিট অবমুক্ত করা হবে। সভাপতি ডাক টিকিট অবমুক্তির সময়সূচির বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য ডাক বিভাগকে অনুরোধ জানান;

৫.০ <u>সভায় বিস্তারিত আলোচনা-পর্যালোচনা ও মতামতের ভিত্তিতে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ঃ</u>

৫.০১ মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী যথাসময়ে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী ভিডিওতে ধারণ করে বাংলাদেশের সকল মিশনসমূহে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশের ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাণীও সংযোজন করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ তথ্য মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;

৫.০২ মহান বিজয় দিবসে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (সরকারি/বেসরকারি) মহান বিজয় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। সকল সরকারি কর্মচারীকে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়;

৫.০৩ সকল সরকারি আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং বেসরকারি ভবনসহ ঢাকা শহরে সহজে দৃশ্যমান উঁচু ভবনসমূহে সঠিক মাপ ও রঙের জাতীয় পতাকা যথাযথ ভাবে উত্তোলন করতে হবে। পতাকা বিধি অনুযায়ী জাতীয় পতাকার মাপ, রং এবং ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে পত্র-পত্রিকায় এবং বেতার-টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
বাস্তবায়নেঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, জেলা প্রশাসক (সকল) এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল);

অপর পৃষ্ঠা-০৬ দ্রষ্টব্য

৫.০৪ গুরুত্বপূর্ণ সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং বেসরকারি ভবন/স্থাপনাসমূহে দৃষ্টিনন্দন আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করতে হবে এবং অন্যান্যদের এ বিষয়ে উৎসাহিত করতে হবে। কোন কোন সরকারি ভবনে আলোক সজ্জা করা হবে তা আগে থেকে নির্বাচন করে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। স্টিয়ারিং কমিটি সভায় আলোচনা করে আলোকসজ্জা পর্যবেক্ষণের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় একটি উপ-কমিটি গঠন করতে পারে।
বাস্তবায়নেঃ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ বিভাগ, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন;

৫.০৫ ঢাকায় এবং দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় প্রত্যুষে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ৩১ (একত্রিশ) বার তোপধ্বনির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রথম তোপধ্বনি থেকে পরবর্তী তোপধ্বনিসমূহের বিরতি (Gap) একই হতে হবে। মহান বিজয় দিবসের প্রত্যুষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির পক্ষে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের পূর্বে দেশের অন্য কোন স্থানে পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠান অথবা তোপধ্বনির কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না। সভায় এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে একটি নির্দেশনা জারির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
বাস্তবায়নেঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, বাংলাদেশ পুলিশ, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল);

৫.০৬ জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র বিতরণের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আগমনের কমপক্ষে ৩০ মিনিট আগে আমন্ত্রিত অতিথিবর্গকে অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশ করতে হবে। জাতীয় স্মৃতিসৌধের সম্মুখের সীমানা প্রাচীরের সাথে অবস্থিত দোকানপাট এবং বাসস্ট্যান্ড দ্রুত অপসারণ করতে হবে। লেকের পানি নিয়মিত পরিষ্কার করা এবং প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কারসহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ চলমান রেখে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হবে। ঢাকা-সাভার স্মৃতিসৌধের রাস্তা সংস্কার, মেরামত, রং করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ঢাকা হতে সাভার স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত রাস্তার পাশে পোস্টার, ফেস্টুন, ব্যানার ও ওভারহেড তোরণ নির্মাণ করা যাবে না।

বাস্তবায়নেঃ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ, ঢাকা, জেলা প্রশাসক, ঢাকা ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মেয়র, সাভার পৌরসভা;

৫.০৭ আসন্ন মহান বিজয় দিবসের সম্মিলিত বাহিনীর কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান সকাল ১০.৩০ টায় আরম্ভ হবে। তবে সেক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অনুমতিক্রমে সময়সূচি চূড়ান্ত হবে। অনুষ্ঠানের ধারাভাষ্য যথাসময়ে এবং যথাযথভাবে বর্ণনা করার নিমিত্ত ধারাভাষ্য মঞ্চ থেকে যাতে কুচকাওয়াজ ও যান্ত্রিক কলাম সহজে দৃশ্যমান হয়, সে রকম স্থান নির্ধারণ করতে হবে। সকল অনুষ্ঠানের এসবি পাস অনুষ্ঠানের যৌক্তিক সময়ের পূর্বে বিতরণের ব্যবস্তা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া, যান্ত্রিক বহরে অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের যানবাহনের ফিটনেস সংক্রান্ত সনদ যতদ্রুত সম্ভব প্রদান করতে হবে।
বাস্তবায়নেঃ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ৯ পদাতিক ডিভিশন, গণপূর্ত অধিদপ্তর, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ;

৫.০৮ কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের যান্ত্রিক বহর প্রদর্শণীতে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগের ০১ (এক)টি করে যানবাহন অন্তর্ভূক্ত হবে। তবে যানবাহনের মাপ ৯ পদাতিক ডিভিশন নির্ধারণ করে দিবে। আগামি ৩০ নভেম্বর ২০১৯ তারিখের মধ্যে যান্ত্রিক বহরে অংশগ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের যানবাহন, সকল জনবল এবং ধারাভাষ্যের স্ক্রিপ্ট ৯ পদাতিক ডিভিশনের নিকট পৌছানো নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিষ্ঠান বা দলের নাম যথাসময়ে ধারাবাহিকভাবে ধারাভাষ্যে অর্ন্তভূক্তি নিশ্চিত করতে হবে;
বাস্তবায়নেঃ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ৯ পদাতিক ডিভিশন, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ;

৫.০৯ মহান বিজয় দিবসের কর্মসূচিতে ভারত ও রাশিয়ার War Veterans দের স্বত্রীক বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানাতে হবে।
বাস্তবায়নেঃ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ৯ পদাতিক ডিভিশন;

৫.১০ চট্টগ্রাম, খুলনা, মংলা ও পায়রা বন্দর, ঢাকার সদরঘাট, পাগলা (নারায়নগঞ্জ) ও বরিশাল বিআইডব্লিউটিসি এর ঘাটে বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী ও বাংলাদেশ কোষ্টগার্ডের সমন্বয়ের মাধ্যমে যৌথভাবে/ এককভাবে এবং চাঁদপুর ও মুন্সীগঞ্জ লঞ্চঘাটে বাংলাদেশ কোষ্টগার্ডের জাহাজসমূহ বিকাল ২টা হতে ঐদিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত জনসাধারণের দর্শনের জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে। পাগলা (নারায়ণগঞ্জ)তে জাহাজসমূহ প্রদর্শনীতে জনসমাগমের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জকে পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ জানাতে হবে। এ ক্ষেত্রে নারায়নগঞ্জ জেলা তথ্য অফিসের মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে এবং স্থানীয় ক্যাবল অপারেটরদের মাধ্যমে প্রচার করা যেতে পারে;
বাস্তবায়নেঃ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও বাংলাদেশ কোষ্টগার্ড, জেলা প্রশাসক, নারায়নগঞ্জ;

৫.১১ সকল সিটি কর্পোরেশন, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে 'বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ পরিবারের সদস্যগণের সংবর্ধনা' প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
বাস্তবায়নেঃ সিটি কর্পোরেশন (সকল), জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল);

অপর পৃষ্ঠা-০৭ দ্রষ্টব্য

৫.১২ 'জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার' শীর্ষক আলোচনা ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করতে হবে।
বাস্তবায়নেঃ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ;

৫.১৩ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজনসহ জাতীয় পর্যায়ে/সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক আবৃত্তি এবং রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মসূচিটি উদযাপনের ক্ষেত্রে বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের উপস্থিতিতে তাঁদের কণ্ঠে মুক্তিযুদ্ধের উল্লেখযোগ্য স্মৃতি শিক্ষার্থীদের সম্মুখে উপস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
বাস্তবায়নেঃ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়;

৫.১৪ বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারসহ বিভিন্ন বেসরকারি বেতার/টিভি চ্যানেলে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ভিত্তিক অনুষ্ঠানমালা ধারাবাহিকভাবে প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
বাস্তবায়নেঃ তথ্য মন্ত্রণালয়;

৫.১৫ প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও যথাযোগ্য মর্যাদায় সংবাদপত্রসমূহে বিশেষ ক্রোড়পত্র ও নিবন্ধ প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রকাশিতব্য ক্রোড়পত্রে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং সচিবের বাণী প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ক্রোড়পত্রের খসড়া প্রস্তুত করে তা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতঃ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে তা প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ তথ্য মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়;

৫.১৬ বাংলাদেশ বিমান বাহিনী জাদুঘর, নৌ-বাহিনী জাদুঘর, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবং বাংলাদেশ পুলিশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরসহ সকল সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার জাদুঘর বিনা টিকিটে সকাল-সন্ধ্যা উন্মুক্ত রাখতে হবে;
বাস্তবায়নেঃ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ ;

৫.১৭ জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে এবং সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও মাদক বিরোধী কার্যক্রমের বিষয়ে জনমত সৃষ্টির জন্য সকল মসজিদে বাদ জোহর মোনাজাত এবং মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা ও অন্যান্য উপাসনালয়ে সুবিধাজনক সময়ে প্রার্থনার ব্যবস্থা করতে হবে। দেশের সকল মসজিদের ইমামগণকে কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে।
বাস্তবায়নেঃ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন;

৫.১৮ মহান বিজয় দিবস ২০১৯ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে নিম্নরূপ জাতীয় কর্মসূচি সর্বসম্মতিক্রমে চূড়ান্তকরণের প্রস্তাব করা হয়ঃ

ক্রমিক	তারিখ/সময়	কর্মসূচি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১।	১৬-১২-২০১৯	মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশ।	মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
২।	১৬-১২-২০১৯	মহান বিজয় দিবস উদযাপনের জন্য সাধারণ ছুটি ঘোষণা।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
৩।	১৬-১২-২০১৯ (সূর্যোদয়ের সাথে সাথে) ১৫-১২-২০১৯ এবং ১৬-১২-২০১৯ (বিধি মোতাবেক নামাতে হবে)	ক) সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং বেসরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন। খ) ঢাকা শহরে সহজে দৃশ্যমান উঁচু ভবনসমূহে বাংলাদেশের বৃহদাকারের পতাকা টানানো। গ) গুরুত্বপূর্ণ সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং বেসরকারি ভবন/স্থাপনাসমূহে আলোকসজ্জা।	ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ভবনসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/ভবনের মালিক। বিঃদ্রঃ তথ্য মন্ত্রণালয় হতে বিষয়সমূহ (বিটিভি, বাংলাদেশ বেতার ও বিভিন্ন বেসরকরি বেতার/টিভি চ্যানেলে জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে)। খ) প্রশাসক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ। গ) বিদ্যুৎ বিভাগ, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সকল সিটি কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ, পৌরসভা, বেসরকারি ভবনের মালিক/সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

অপর পৃষ্ঠা-০৮ দ্রষ্টব্য

ক্রমিক	তারিখ/সময়	কর্মসূচি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৪।	১৬-১২-২০১৯	ক) সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ঢাকায় একত্রিশবার তোপধ্বনি। খ) সূর্যোদয়ের সাথে সাথে দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় একত্রিশবার তোপধ্বনি।	ক) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়/সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ। খ) জননিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), বাংলাদেশ পুলিশ।
৫।	১৬-১২-২০১৯ সূর্যোদয়ের সাথে সাথে	সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণ।	রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, গণপূর্ত অধিদপ্তর, বিভাগীয় কমিশনার ঢাকা, জেলা প্রশাসক, ঢাকা।
৬।	১৬-১২-২০১৯ সূর্যোদয়ের সাথে সাথে	সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণ।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, গণপূর্ত অধিদপ্তর, বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা, জেলা প্রশাসক, ঢাকা।
৭।	১৬-১২-২০১৯	ক) সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে উপস্থিত বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারের সদস্যবৃন্দ, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং বীরমুক্তিযোদ্ধাগণ কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণ। খ) বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশী কূটনীতিকগণ এবং বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে মিত্র বাহিনীর সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণকারী আমন্ত্রিত ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্যগণ কর্তৃক সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ।	ক) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, গণপূর্ত অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, প্রশাসক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ। খ) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ।
৮।	১৬-১২-২০১৯	(ক) তেজগাঁও পুরাতন বিমান বন্দরস্থ জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে সকাল ১০.৩০টায় বীর মুক্তিযোদ্ধা, সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী, বিমান বাহিনী, বিএনসিসি, বর্ডারগার্ড, কোস্টগার্ড, পুলিশ, র‍্যাব, আনসার ও ভিডিপি, কারারক্ষীগণ কর্তৃক বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ এবং বিমান বাহিনীর ফ্লাইপাস্ট, উড়ন্ত হেলিকপ্টার হতে রজ্জু বেয়ে অবতরণ, প্যারাসুট জাম্প, চলন্ত যান্ত্রিক সামরিক কলামের সালাম, মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সালাম গ্রহণ ও কুচকাওয়াজ পরিদর্শন। বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতার কর্তৃক অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার এবং বেসরকারি বেতার, টিভি চ্যানেলসমূহের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় (প্যারেড স্কয়ারের দু'পাশে বড় পর্দায় দেখানোর ব্যবস্থাসহ) অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার। (খ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম ভিত্তিক যান্ত্রিক বহর প্রদর্শনী	রাষ্ট্রপতির কার্যালয়/প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ/মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়/জন নিরাপত্তা বিভাগ/সুরক্ষা সেবা বিভাগ/তথ্য মন্ত্রণালয়/বিদ্যুৎ বিভাগ/সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/মহাসড়কবিভাগ/গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ/বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল/বাংলাদেশ টেলিভিশন/বাংলাদেশ বেতার/গণ যোগাযোগ অধিদপ্তর/ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন/ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন/বেসরকারি বেতার, টিভি চ্যানেলসমূহ। সকলমন্ত্রণালয়/বিভাগ
৯।	১৬-১২-২০১৯	দেশের সকল জেলা এবং উপজেলা সদরে বীর মুক্তিযোদ্ধা, পুলিশ, আনসার-ভিডিপি, বিএনসিসি, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, বাংলাদেশ জেল দল, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান, স্কাউটস, রোভার স্কাউটস, গার্লস গাইড এবং শিশু-কিশোর সংগঠন (যেখানে সম্ভব) কর্তৃক বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান।	জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ।

অপর পৃষ্ঠা-০৯ দ্রষ্টব্য

ক্রমিক	তারিখ/সময়	কর্মসূচি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১০।	১৬-১২-২০১৯	জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজা, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, সদরঘাটসহ, ঢাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী, বিমান বাহিনী, বাংলাদেশ কোষ্টগার্ড, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ,বাংলাদেশ পুলিশ, বাংলাদেশ জেল দল, আনসার ও ভিডিপি এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর বাদক দল কর্তৃক বাদ্য পরিবেশন।	জননিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষাসেবা বিভাগ ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ।
১১।	১৬-১২-২০১৯	চট্টগ্রাম, খুলনা, মংলা ও পায়রা বন্দর, ঢাকার সদরঘাট, পাগলা (নারায়নগঞ্জ) ও বরিশালসহ বিআইডব্লিউটিসি এর ঘাটে বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী ও বাংলাদেশ কোষ্টগার্ডের সমন্বয়ের মাধ্যমে এককভাবে/যৌথভাবে এবং চাঁদপুরে ও মুন্সীগঞ্জ লঞ্চঘাটে বাংলাদেশ কোষ্টগার্ডের জাহাজসমূহ এককভাবে বিকাল ২টা হতে ঐদিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত জনসাধারণের দর্শনের জন্য উন্মুক্ত রাখা।	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী ও বাংলাদেশ কোষ্টগার্ড।
১২।	১৬-১২-২০১৯	ক) জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ কর্তৃক স্ব স্ব জেলা ও উপজেলায় বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ। খ) সকল সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন।	ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, জেলা প্রশাসক (সকল), জেলা পরিষদ (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), পৌরসভা (সকল) জেলা ও উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ (সকল)। খ) সকল সিটি কর্পোরেশন, প্রশাসক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, প্রশাসক জেলা/উপজেলা, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ (সংশ্লিষ্ট)।
১৩।	১৬-১২-২০১৯	জেলা ও উপজেলা সদরে স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের সমাবেশ, ক্রীড়া অনুষ্ঠান, T-20 ক্রিকেট টুর্ণামেন্ট, নৌকা বাইচ (যেখানে সম্ভব), ফুটবল, কাবাডি ও হাডুডু খেলার আয়োজন।	মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, কারিগরী ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।
১৪।	১৬-১২-২০১৯	বাংলা একাডেমি, শিল্পকলা একাডেমি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, নজরুল ইনস্টিটিউট, জাতীয় যাদুঘর, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি/বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, গারো কালচারাল একাডেমি, বিরিশিরি (নেত্রকোনা), মনিপুরী একাডেমি, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী শাওতাল সম্প্রদায় রাজশাহী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী রাখাইন সম্প্রদায় কক্সবাজার, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, ছায়ানট, বুলবুল ললিতকলা একাডেমিসহ বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন কর্তৃক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলা একাডেমি, শিল্পকলা একাডেমি, নজরুল ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি/বান্দারবান/খাগড়াছড়ি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, গারো কালচারাল একাডেমি, বিরিশিরি (নেত্রকোনা), মনিপুরী একাডেমি, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী শাওতাল সম্প্রদায় রাজশাহী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী রাখাইন সম্প্রদায় কক্সবাজার, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, ছায়ানট, বুলবুল ললিতকলা একাডেমি, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।
১৫।	১৬-১২-২০১৯ থেকে ৩১-১২-২০১৯	ক) 'জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার' শীর্ষক আলোচনা ও সিম্পোজিয়াম। খ) জাতীয় পর্যায়ে রচনা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজনসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন।	ক) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। খ) মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, কারিগরী ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন।

অপর পৃষ্ঠা-১০ দ্রষ্টব্য

ক্রমিক	তারিখ/সময়	কর্মসূচি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৪।	১৬-১২-২০১৯	ক) সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ঢাকায় একত্রিশবার তোপধ্বনি। খ) সূর্যোদয়ের সাথে সাথে দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় একত্রিশবার তোপধ্বনি।	ক) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়/সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ। খ) জননিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), বাংলাদেশ পুলিশ।
৫।	১৬-১২-২০১৯ সূর্যোদয়ের সাথে সাথে	সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণ।	রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, গণপূর্ত অধিদপ্তর, বিভাগীয় কমিশনার ঢাকা, জেলা প্রশাসক, ঢাকা।
৬।	১৬-১২-২০১৯ সূর্যোদয়ের সাথে সাথে	সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণ।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, গণপূর্ত অধিদপ্তর, বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা, জেলা প্রশাসক, ঢাকা।
৭।	১৬-১২-২০১৯	ক) সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে উপস্থিত বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারের সদস্যবৃন্দ, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং বীরমুক্তিযোদ্ধাগণ কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণ। খ) বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশী কূটনীতিকগণ এবং বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে মিত্র বাহিনীর সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণকারী আমন্ত্রিত ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্যগণ কর্তৃক সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ।	ক) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, গণপূর্ত অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, প্রশাসক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ। খ) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ।
৮।	১৬-১২-২০১৯	(ক) তেজগাঁও পুরাতন বিমান বন্দরস্থ জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে সকাল ১০.৩০টায় বীর মুক্তিযোদ্ধা, সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী, বিমান বাহিনী, বিএনসিসি, বর্ডারগার্ড, কোস্টগার্ড, পুলিশ, র‍্যাব, আনসার ও ভিডিপি, কারারক্ষীগণ কর্তৃক বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ এবং বিমান বাহিনীর ফ্লাইপাস্ট, উড়ন্ত হেলিকপ্টার হতে রজ্জু বেয়ে অবতরণ, প্যারাসুট জাম্প, চলন্ত যান্ত্রিক সামরিক কলামের সালাম, মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সালাম গ্রহণ ও কুচকাওয়াজ পরিদর্শন। বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতার কর্তৃক অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার এবং বেসরকারি বেতার, টিভি চ্যানেলসমূহের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় (প্যারেড স্কায়ারের দু'পাশে বড় পর্দায় দেখানোর ব্যবস্থাসহ) অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার। (খ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম ভিত্তিক যান্ত্রিক বহর প্রদর্শনী	রাষ্ট্রপতির কার্যালয়/প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ/মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়/জন নিরাপত্তা বিভাগ/সুরক্ষা সেবা বিভাগ/তথ্য মন্ত্রণালয়/বিদ্যুৎ বিভাগ/সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/মহাসড়কবিভাগ/গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ/বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল/বাংলাদেশ টেলিভিশন/বাংলাদেশ বেতার/গণ যোগাযোগ অধিদপ্তর/ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন/ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন/বেসরকারি বেতার, টিভি চ্যানেলসমূহ। সকলমন্ত্রণালয়/বিভাগ
৯।	১৬-১২-২০১৯	দেশের সকল জেলা এবং উপজেলা সদরে বীর মুক্তিযোদ্ধা, পুলিশ, আনসার-ভিডিপি, বিএনসিসি, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, বাংলাদেশ জেল দল, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান, স্কাউটস, রোভার স্কাউটস, গার্লস গাইড এবং শিশু-কিশোর সংগঠন (যেখানে সম্ভব) কর্তৃক বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান।	জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ।

অপর পৃষ্ঠা-০৯ দ্রষ্টব্য